অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড : ১-২ পিতর

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

একবিংশ খণ্ড : ১ পিতর

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক ও লেখার তারিখ: ঈসা মসীহের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও ব্যক্তিগত সহচর, সাহাবী ও প্রেরিত পিতর এই পত্রটির লেখক। প্রাপ্ত প্রমাণাদি অনুসারে প্রায় ৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পিতর এই পত্রটি লেখেন।

লেখার স্থান: ৫:১৩ আয়াত অনুসারে পিতর ব্যাবিলন থেকে এই পত্রটি লিখেছেন। তবে অনেকের মতে তিনি ব্যাবিলন নামটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন; বস্তুত তিনি হয়তোবা রোম থেকেই এই পত্রটি লিখেছিলেন।

প্রাপক: এশিয়া মাইনরের উত্তরাংশের (আধুনিক তুরস্ক) রোমান প্রদেশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঈসায়ী ঈমানদারদের উদ্দেশে এই পত্রটি লেখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু: পিতরের প্রথম পত্রটি ঈসায়ীদের কাছে লেখা হয়েছে যাদেরকে “মনোনীত এবং ঈসা মসীহের বাধ্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হওয়ার জন্য পাক-রূহের দ্বারা পাক-পবিত্র” (১:২) বলা হয়েছে, তারা এশিয়া মাইনরের উত্তর দিকের সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। ঈসায়ীরা তখন ঈসায়ী ধর্মের উৎসভূমি থেকে নির্বাসিত ছিল এবং তাদের আবাস ও কর্মস্থলে নানা বিপদ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছিল। এর ফলে তাদের ঈমানে ফাটল ধরার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল। এই আলোকে তিনি দু’টি লক্ষ্য নিয়ে এই পত্রটি লেখেন যেনি তিনি তাদেরকে ঈমানে স্থির থাকতে উৎসাহিত করতে পারেন এবং আল্লাহ্‌র প্রকৃত অনুগ্রহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারেন। (১:৬; ২:১৯-২১; ৩:১৪-১৭; ৪:১২-১৯; ৫:৯-১০)। লেখক ঈসা মসীহের সুসমাচারের সুসমাচারের কথা তাদের মনে করিয়ে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেন যাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং দ্বিতীয় আগমনের প্রতিজ্ঞা তাদের অন্তরে আশা দান করে (১:৩-১২)। এই জন্যই তাদের ঈমানের পরীক্ষার জন্য তাদের ঐসব দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকবে যেন তারা “ঈসা মসীহের প্রকাশিত হবার সময়” (১:৭) প্রশংসা ও গৌরব পেতে পারেন। দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনার পাশাপাশি লেখক তাঁর পাঠকদের এমনভাবে জীবন যাপন করতে বলেন যেন বুঝা যায় যে, তারা ঈসা মসীহেরই লোক। এছাড়া ঈসায়ী জীবন ও এর কর্তব্য নিয়ে বেশ কিছু পরামর্শ রয়েছে এই পত্রে।

পিতরের পরবর্তী জীবন ও তাঁর সেবা কাজ: পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের তবলিগের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল (প্রেরিত ২:১৪-৪১)। পরে এবাদতখানায় পিতর ও ইউহোন্না একজন খোঁড়া রোগীকে সুস্থ করেছেন (প্রেরিত ৩:১-১০)। এর পর পিতর ভবিষ্যতে

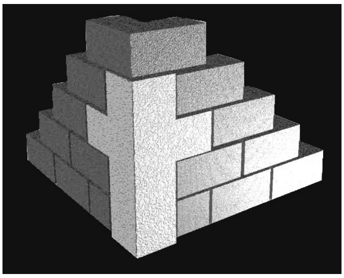

যে ইসরাইলদের ব্যবস্থা পূর্ণ হবে সেই বিষয়ে তবলিগ করেছেন (৩:১১-২৬)। এর ফলে পিতরের বাণী ও তাঁর সেবা কাজের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাই পিতর ও ইউহোন্নাকে বন্দী করে মহাসভার সামনে বিচার করা হয় (প্রেরিত ৪:১-২২)। পিতর জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতা ছিলেন। তাই অননিয় ও সাফীরার মৃত্যুর দায়-দায়িত্ব পিতরের কাঁধে এসে পড়েছিল (প্রেরিত ৫:১-১৯)। প্রাথমিক মণ্ডলীতে যে মহাশক্তি দেখা গিয়েছিল তারপরেই ইহুদী নেতারা পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদের উপর অত্যাচার করে ও কারাগারে বন্দি করে (৫:১২-৪১)।

সামেরীয়দের কাছে সুসমাচারের দরজা (প্রেরিত ৮:১৪-২৫) এবং পরে অ-ইহুদীদের কাছে (প্রেরিত ১০-১১ অ:) সুসমাচারের দরজা খুলে দেবার জন্য আল্লাহ্‌ পিতরকে ব্যবহার করেছিলেন (মথি ১৬:১৬-১৮)। প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্প ইহুদীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য ৪১-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউহোন্নার ভাই ইয়াকুবকে হত্যা করিয়েছিলেন এবং পিতরকে কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন। সেই সময় আগ্রিপ্প এহুদিয়া প্রদেশে শাসন করছিলেন (প্রেরিত ১২:১-১৭)। কারাগার থেকে অলৌকিকভাবে ছাড়া পাবার পর ও পৌলের প্রথম তবলিগ যাত্রার পর জেরুশালেমে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর প্রথম কাউন্সিলে পিতর নেতৃত্ব দেন (প্রেরিত ১৫:৭-১১; গালা ২:৬-১০)। আন্তিয়খিয়ায় পিতরকে তাঁর দ্বিমুখী নীতির জন্য অর্থাৎ তিনি যখন অ-ইহুদী ঈমানদারদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধের অবসান ঘটান তখন প্রেরিত পৌল তাঁকে ভর্ৎসনা করেন (গালা ২:১১-১৪)। পিতর অনেক জায়গা ভ্রমণ করেন এবং প্রায় জায়গাতেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন (১ করি ৯:৫)। সম্ভবত তিনি এশিয়া মাইনর, বিশেষ করে পন্ত, কাপ্পাদকিয়া এবং বৈথনিয়ায় গিয়েছিলেন। এই সব এলাকায় পৌল যান নি। ইউহোন্না ২১:১৮,১৯ আয়াত নির্দেশ করে যে, পিতরকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পিতর রোমীয় মণ্ডলীর স্থাপক

ছিলেন এবং এর প্রথম বিশপ হয়েছিলেন কিনা ইতিহাস থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এটি যে সত্যি কিতাবুল মোকাদ্দসেও সেই বিষয়ে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনো রোমে গিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই। যদিও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, তাঁর জীবনের শেষ সময়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তবে খুব সম্ভব সেখানে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

দি কো ভেডিস প্রথা অনুসারে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর ঈমানের জন্য তাঁকে হত্যা করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রোম থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন পালাচ্ছিলেন তখন মসীহের দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" উত্তরে মসীহ্ বলেছিলেন যে, তিনি আবার ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার জন্য রোম শহরে ফিরে যাচ্ছেন। তখন তাঁর নিজের কাপুরুষতার জন্য নিজেকে খুব ভর্ৎসনা করে পিতর আবার শহরে ফিরে গেলেন ক্রুশে মত্যুবরণ করার জন্য। তাঁকে মেরে ফেলবার সময় তাঁর মাথা ক্রুশের নিচের দিকে রাখা হয়েছে, কারণ প্রভু ঈসার মত ক্রুশে মৃত্যুবরণ করবার যোগ্য বলে তিনি নিজেকে মনে করেন নি।

প্রধান আয়াত: "যে সোনা ক্ষয়শীল, তাও আগুন দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তোমাদের ঈমানের পরীক্ষাসিদ্ধতা তার চেয়েও মহামূল্যবান, যা ঈসা মসীহের প্রকাশিত হবার সময় প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানজনক বলে প্রত্যক্ষ হবে" (১:৭)।

প্রধান চরিত্রসমূহ: পিতর, সীল ও মার্ক।

প্রধান স্থানসমূহ: জেরুশালেম, রোম, পন্তীয় প্রদেশ, গালাতীয়া, কপ্পাদকীয়া, এশিয়া মাইনর, বৈথেনিয়া।

রূপরেখা:

(ক) ভূমিকা ও শুভেচ্ছা (১:১-২)
(খ) জীবন্ত প্রত্যাশা (১:৩-১২)
(গ) পবিত্রভাবে জীবন-যাপনের জন্য আহ্বান (১:১৩-২৫)
(ঘ) জীবন্ত পাথর ও আল্লাহ্‌র মনোনীত (২:১২)
(ঙ) দুঃখ-নির্যাতনের দিনে ঈসায়ীদের দায়িত্ব (২:১১-৪:১৯)
  ১. শাসনকর্তাদের প্রতি কর্তব্য ব্যবহার (২:১৩-১৭)
  ২. মসীহের দুঃখভোগের উদাহরণ (২:১৮-২৫)
  ৩. স্বামী ও স্ত্রীর জন্য উপদেশ (৩:১-৭)
  ৪. ধার্মিকতার জন্য দুঃখভোগ করা (৩:৮-২২)
  ৫. আল্লাহ্‌র জন্য জীবন-যাপন করা (৪:১-২২)
(চ) মণ্ডলীর প্রধান নেতাদের প্রতি উপদেশ (৫:১-১১)
(ছ) শেষ কথা ও মঙ্গলবাদ (৫:১২-১৪)

শুভেচ্ছা

১ ১ পিতর, ঈসা মসীহের প্রেরিত– পন্ত,
গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া
দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যে প্রবাসীরা আছেন,
২ যারা পিতা আল্লাহ্‌র পূর্বজ্ঞান অনুসারে
মনোনীত এবং ঈসা মসীহের বাধ্য ও তাঁর রক্তে
সিঞ্চিত হওয়ার জন্য পাক-রূহের দ্বারা পাক-
পবিত্র, তাঁদের সমীপে।
রহমত ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি
বর্ষিত হোক।

জীবন্ত প্রত্যাশা

৩ ধন্য আমাদের ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌ ও
পিতা! তিনি তাঁর মহা করুণা অনুসারে মৃতদের
মধ্য থেকে ঈসা মসীহের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত
প্রত্যাশার জন্য আমাদেরকে নতুন জন্ম দান
করেছেন, ৪ যেন আমরা এমন এক উত্তরাধিকার
লাভ করি, যা অক্ষয়, নিষ্কলঙ্ক ও অম্লান; তা
বেহেশতে তোমাদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে; ৫ এবং
আল্লাহ্‌র শক্তিতে তোমাদেরকেও নাজাতের জন্য
ঈমান দ্বারা রক্ষা করা হচ্ছে, যে নাজাত
শেষকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত আছে।
৬ এতে তোমরা উল্লাস কর, যদিও অল্প সময়ের
জন্য এখন নানা রকম পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখ
পেতে হয়। ৭ যে সোনা ক্ষয়শীল, তাও আগুন
দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, তোমাদের ঈমানের
পরীক্ষাসিদ্ধতা তার চেয়েও মহামূল্যবান, যা ঈসা
মসীহের প্রকাশিত হবার সময় প্রশংসা, গৌরব ও
সম্মানজনক বলে প্রত্যক্ষ হবে। ৮ তোমরা তাঁকে
না দেখেও মহব্বত করছো; এখন দেখতে পাচ্ছ
না, তবুও তাঁর উপর ঈমান এনে এমন আনন্দ
করছো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ও যে
আনন্দ মহিমায় পরিপূর্ণ, ৯ এবং তোমাদের
ঈমানের পরিণাম, অর্থাৎ রূহের নাজাত পাচ্ছ।
১০ সেই নাজাতের বিষয় নবীরা সযত্নে
আলোচনা ও অনুসন্ধান করেছিলেন, তাঁরা
তোমাদের জন্য নিরূপিত রহমতের বিষয়ে
ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। ১১ মসীহের রূহ্‌, যিনি
তাঁদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন মসীহের জন্য
নিরূপিত নানা দুঃখভোগ ও পরবর্তী সমস্ত
গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তিনি
কোন্‌ ও কি রকম সময়ের প্রতি নির্দেশ
করছিলেন, তাঁরা সেই বিষয় অনুসন্ধান করতেন।
১২ তাঁদের কাছে এটা প্রকাশিত হয়েছিল যে,
তাঁরা নিজেদের জন্য নয় কিন্তু তোমাদেরই জন্য
ঐ সব বিষয়ের পরিচারক ছিলেন; আর এখন,
বেহেশত থেকে প্রেরিত পাক-রূহের গুণে যাঁরা
তোমাদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করেছেন,
তাঁদের দ্বারা এখন তোমাদেরকে সেই সব বিষয়
জানানো হয়েছে; আর ফেরেশতারা অবনত হয়ে
তা দেখবার আকাঙ্খা করছেন।

পবিত্রভাবে জীবন-যাপনের জন্য আহ্বান

১৩ অতএব তোমরা নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে
মিতাচারী হও এবং ঈসা মসীহের আবির্ভাবকালে
যে রহমত তোমাদের কাছে আনা হবে, তার
উপর সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। ১৪ বাধ্যতার সন্তান
বলে তোমরা তোমাদের আগের অজ্ঞানতার
কামনা-বাসনা অনুসারে চলো না, ১৫ কিন্তু যিনি
তোমাদেরকে আহ্বান করেছেন, সেই পবিত্রতমের
মত নিজেদের সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র
হও; ১৬ কেননা লেখা আছে, “তোমরা পবিত্র
হবে, কারণ আমি পবিত্র”।
১৭ আর যিনি পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেক
ব্যক্তির কাজ অনুযায়ী বিচার করেন, তাঁকে যদি
পিতা বলে ডাক, তবে সভয়ে নিজ নিজ
প্রবাসকাল যাপন কর। ১৮ তোমরা তো জান,
তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া
কোন অলীক আচার ব্যবহার থেকে সোনা ও
রূপার মত কোন ক্ষয়শীল বস্তু দ্বারা মুক্ত হও নি,
১৯ কিন্তু নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক সেই
মসীহের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হয়েছ। ২০ তিনি
দুনিয়া সৃষ্টির আগেই এর জন্য নির্দিষ্ট
হয়েছিলেন, কিন্তু এই শেষকালে তিনি তোমাদের
জন্য প্রকাশিত হলেন; ২১ তোমরা তাঁরই দ্বারা
সেই আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনেছ, যিনি তাঁকে
মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে তুলেছেন ও
গৌরব দান করেছেন; এভাবে তোমাদের ঈমান
ও প্রত্যাশা আল্লাহ্‌র প্রতি রয়েছে।
২২ এখন, তোমরা সত্যের প্রতি বাধ্য হয়ে নিজ
নিজ প্রাণকে বিশুদ্ধ করেছ, যেন ভাইদের প্রতি
তোমাদের মহব্বত অকপট হয় এবং তোমরা

[১:১] ইব ১১:১৩; ইয়াকুব ১:১; ১৮:২; ১৬:৬,৭।
[১:২] ইব ১০:২২; ১২:২৪।
[১:৩] ইফি ১:৩; তীত ৩:৫।
[১:৪] কল ১:৫; ২তীম ৪:৮।
[১:৫] ১শামু ২:৯; ইউ ১০:২৮।
[১:৬] রোমীয় ৫:২; ইয়াকুব ১:২।
[১:৭] আইয়ুব ২৩:১০; জবুর ৬৬:১০; মেসাল ১৭:৩।
[১:৮] ইউ ২০:২৯।
[১:৯] রোমীয় ৬:২২।
[১:১০] মথি ২৬:২৪; ১৩:১৭।
[১:১১] প্রেরিত ১৬:৭; মথি ২৬:২৪।
[১:১২] রোমীয় ৪:২৪; লূক ২৪:৪৯।
[১:১৩] ইব ৩:৬; ১করি ১:৭।
[১:১৪] রোমীয় ১২:২; ইফি ৪:১৮।
[১:১৫] ইশা ৩৫:৮; ১থিষ ৪:৭; ১ইউ ৩:৩।
[১:১৬] লেবীয় ১১:৪৪,৪৫; ১৯:২; ২০:৭।
[১:১৭] মথি ৬:৯; ইব ১১:১৩; ১২:২৮।
[১:১৮] গালা ৪:৩।
[১:১৯] ইউ ১:২৯; হিজ ১২:৫।
[১:২০] ইফি ১:৪; ইব ৯:২৬।
[১:২১] ফিলি ২:৭-৯; ইব ২:৯; ৩:৬।
[১:২২] ইয়াকুব ৪:৮; ইউ ১৩:৩৪।

১:২ আল্লাহ্‌র পূর্বজ্ঞান অনুসারে। আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য, তথা তাঁর মণ্ডলীর জন্য তাঁর মহব্বতপূর্ণ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য।

১:৪ উত্তরাধিকার। ঈমানদারদের প্রত্যাশা শুধুমাত্র অনন্ত জীবন নয়, সেই সাথে নতুন জন্মলাভের কারণে বেহেশতী উত্তরাধিকারও, যা অনন্তকাল স্থায়ী।

১:৫ আল্লাহ্‌র শক্তিতে ... রক্ষা করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ ক্ষমতায় আমাদেরকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করলেও, আমাদের মাঝে ঈমান না থাকলে আমরা কখনোই নাজাত পাব না।

১:৭ ঈমানের পরীক্ষাসিদ্ধতা। ঈসায়ীদেরকে নানা পরীক্ষার মাঝেও আনন্দ করতে হবে এবং ঈসাতে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, কারণ এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব সাধিত হয়।

১:৮ না দেখেও মহব্বত করছো। যারা ঈসাকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখেও তাঁর উপরে ঈমান আনে ও তাঁকে মহব্বত করে, তারা তাঁর কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য এবং তিনি তাদেরকে আরও বেশি ভালবাসবেন।

১:১১ মসীহের রূহ্‌। পাক-রূহ্‌, যাকে ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর লোকদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

১:১৬ তোমরা পবিত্র হবে। পবিত্র হওয়ার অর্থ পৃথক হওয়া, গুনাহ্‌ ও অপবিত্রতা থেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আলাদা হওয়া।

অন্তঃকরণে পরস্পরকে একাগ্রভাবে মহব্বত কর;
২৩ কারণ তোমরা ক্ষয়শীল বীর্য থেকে নয়, কিন্তু
অক্ষয় বীর্য থেকে আল্লাহ্‌র জীবন্ত ও চিরস্থায়ী
কালাম দ্বারা নতুন জন্ম পেয়েছ। ২৪ কেননা

“মানুষ মাত্র ঘাসের মত
ও তার সমস্ত সৌন্দর্য ফুলের মত;
ঘাস শুকিয়ে গেল এবং ফুল ঝরে পড়লো,
২৫ কিন্তু প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে।”

আর এই সেই সুসমাচারের কালাম, যা
তোমাদের কাছে তবলিগ করা হয়েছে।

জীবন্ত পাথর ও আল্লাহ্‌র মনোনীত

২ ১ অতএব তোমরা সমস্ত নাফরমানী ও
সমস্ত ছল এবং কপটতা ও হিংসা ও সমস্ত
অপবাদ ত্যাগ কর। ২ তোমরা নব-জাত শিশুদের
মত সেই খাঁটি ও রূহানিক দুধের জন্য আগ্রহী
হও, যেন তার গুণে নাজাতের জন্য বৃদ্ধি পাও,
৩ যদি তোমরা এমন আস্বাদ পেয়ে থাক যে, প্রভু
মঙ্গলময়, ৪ তবে তোমরা তাঁরই কাছে– জীবন্ত
পাথরের কাছে এসো, যিনি মানুষ কর্তৃক অগ্রাহ্য,
কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্য
সম্পদ। ৫ তোমরা তাঁর কাছে এসেছ বিধায়
তোমাদের জীবন্ত পাথরের মত রূহানিক গৃহ
হিসেবে গেঁথে তোলা যাচ্ছে, যেন পবিত্র ইমামবর্গ
হয়ে ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা আল্লাহ্‌র গ্রাহ্য রূহানিক
কোরবানী দিতে পার। ৬ কেননা পাক-কিতাবে
এই কথা পাওয়া যায়,

“দেখ, আমি সিয়োনে কোণের এক
মনোনীত মহামূল্য পাথর স্থাপন করি;
তাঁর উপর যে ঈমান আনে,
সে লজ্জিত হবে না।”

৭ অতএব তোমরা যারা ঈমান এনেছ,
তোমাদের কাছে ঐ পাথর মহা মূল্যবান; কিন্তু
যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য–

“যে পাথর রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে,
তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো;”

[১:২৩] ইউ ১:১৩; ইব ৪:১২। [১:২৫] ইশা ৪০:৬-৮; ইয়াকুব ১:১০,১১। [২:১] ইফি ৪:২২; ইয়াকুব ৪:১১। [২:২] ইব্রীয় ৫:১২,১৩; ইফি ৪:১৫,১৬। [২:৩] জবুর ৩৪:৮; ইব ৬:৫। [২:৪] ইশা ৪২:১। [২:৫] মেসাল ৯:১; ইশা ৬১:৬; প্রকা ১:৬। [২:৬] ইফি ২:২০; ইশা ২৮:১৬। [২:৭] ২করি ২:১৬; জবুর ১১৮:২২। [২:৮] ইশা ৮:১৪; লূক ২:৩৪; রোমীয় ৯:২২। [২:৯] দ্বিঃবিঃ ১০:১৫; ১শামু ১২:২২; হিজ ১৯:৬। [২:১০] হোসিয়া ১:৯,১০; রোমীয় ৯:২৫,২৬। [২:১১] ১করি ১০:১৪; ইব ১১:১৩; রোমীয় ১৩:১৪; গালা ৫:১৬; ইয়াকুব ৪:১। [২:১২] ফিলি ২:১৫; তীত ২:৮; ২:১৪; মথি ৯:৮; ১পিতর ৩:১৬। [২:১৩] রোমীয় ১৩:১; তীত ৩:১। [২:১৪] রোমীয় ১৩:৪; ১৩:৩। [২:১৫] ১পিতর ৩:১৭; ৪:১৯। [২:১৬] ইউ ৮:৩২;। [২:১৭] রোমীয় ১২:১০; ১৩:৭; মেসাল ২৪:২১।

৮ আবার তা হয়ে উঠলো,

“এমন পাথর যাতে লোকে উচোট খায়
ও এমন পাষাণ যাতে লোকে বাধা পায়।”

কালামের অবাধ্য হওয়াতে তারা মনে বাধা পায়
এবং এরই জন্য তারা ঠিক হয়ে আছে। ৯ কিন্তু
তোমরা “মনোনীত বংশ, রাজকীয় ইমামবর্গ,
পবিত্র জাতি, আল্লাহ্‌র নিজস্ব লোকবৃন্দ যেন
তাঁরই প্রশংসা ঘোষণা কর,” যিনি তোমাদেরকে
অন্ধকার থেকে তাঁর আশ্চর্য নূরের মধ্যে আহ্বান
করেছেন। ১০ আগে তোমরা “আল্লাহ্‌র লোক
ছিলে না, কিন্তু এখন তাঁর লোক হয়েছ; আগে
করুণা পাও নি, কিন্তু এখন করুণা পেয়েছ।”

আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে জীবন-যাপন করা

১১ প্রিয়তমেরা আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী
ও প্রবাসী বলে গুনাহ্‌-স্বভাবের অভিলাষগুলো
থেকে নিবৃত্ত হও, সেগুলো রূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে। ১২ আর অ-ইহুদীদের মধ্যে নিজ নিজ
আচার ব্যবহার উত্তম রাখ; তা হলে তারা যে
বিষয়ে দুষ্কর্মকারী বলে তোমাদের অপবাদ দেয়,
স্বচক্ষে তোমাদের সৎ কাজ দেখলে সেই বিষয়ের
তত্ত্বাবধানের দিনে আল্লাহ্‌র গৌরব করবে।

শাসনকর্তাদের প্রতি কর্তব্য ব্যবহার

১৩ তোমরা প্রভুর জন্য মানব-সৃষ্ট সমস্ত
নিয়োগের বশীভূত হও, সম্রাটের অধীনতা
স্বীকার কর, তিনি প্রধান; ১৪ শাসনকর্তাদের
অধীনে থাক, তাঁরা দুরাচারীদের প্রতিফল দেবার
ও যারা সৎকর্ম করে তাদের প্রশংসার জন্য সম্রাট
কর্তৃক প্রেরিত। ১৫ কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই,
যেন এভাবে তোমরা সদাচরণ করতে করতে
নির্বোধ মানুষের অজ্ঞানতাকে নিরুত্তর কর।
১৬ স্বাধীন লোক হিসেবে জীবন কাটাও; আর
স্বাধীনতাকে নাফরমানী ঢাকবার জন্য ব্যবহার
করো না, কিন্তু আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে জীবন
কাটাও। ১৭ সকলকে সম্মান কর, ঈমানদার
ভাইদেরকে মহব্বত কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর,

১:২৩ অক্ষয় বীর্য ... নতুন জন্ম পেয়েছ। নতুন জন্ম পাক-রূহের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এবং আল্লাহ্‌র কালামের জীবন্ত স্পর্শে সাধিত হয়ে থাকে, যা চির অক্ষয় ও অনন্তকাল স্থায়ী।

১:২৫ প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে। মানুষের সমস্ত ঐতিহ্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি কিছুই টিকে থাকবে না; আল্লাহ্‌র কালাম তথা পাক-কিতাব অনন্তকাল স্থায়ী। এই কারণে মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা এবং দুনিয়ার বর্তমান ভাবধারাকে কিতাবুল মোকাদ্দসের আলোকে বিচার করতে হবে।

২:২ শিশুদের মত ... আগ্রহী হও। নবজাত শিশু যেমন অবিরতভাবে দুধ পান করার জন্য আকুল হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবে ঈমানদারদেরও প্রয়োজন রূহানিক খাদ্য, তথা আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করার জন্য সব সময় আকাঙ্ক্ষী থাকা।

২:৪ জীবন্ত পাথরের। ঈসা মসীহ্‌, যিনি নিজে জীবন্ত এবং যিনি জীবন দান করেন; উভয় অর্থেই তিনি জীবন্ত প্রস্তর, যাঁর উপরে ঈমানদাররা তাদের ঈমানে ভিত্তি নির্মাণ করবে।

২:৬ কোণের ... পাথর। কোণের প্রস্তর একটি দালানের ভিত্তি নির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ঈমানদারদের পবিত্র, ধার্মিক ও রূহানিক জীবন গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন ঈসা মসীহ্‌ নিজে, যাঁকে বাদ দিলে পুরো কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়বে।

২:৮ এমন পাষাণ যাতে লোকে বাধা পায়। যারা মসীহের বিরোধিতা করবে এবং তাঁর কালাম শ্রবণে আগ্রহী হবে না, তাদের কাছে তিনি বাধা হিসেবে উপস্থিত হবেন।

২:১১ বিদেশী ও প্রবাসী। আল্লাহ্‌র লোক হওয়ার কারণে ঈমানদাররা এই দুনিয়া থেকে পৃথক হয় এবং তারা এখানে প্রবাসীদের মত জীবন যাপন করে।

২:১৬ স্বাধীন লোক হিসাবে ... জীবন কাটাও। ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি স্বাধীন ও ঐচ্ছিক বশ্যতা দেখাতে উদ্দীপিত করে এবং পার্থিব কর্তৃপক্ষদের প্রতি (যতক্ষণ না এরূপ বশ্যতা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার সাথে বিরোধে জড়িয়ে

বাদশাহ্‌কে সম্মান কর।

মসীহের দুঃখভোগের উদাহরণ

১৮ হে গোলামেরা, তোমরা সম্পূর্ণ ভয়ের সঙ্গে
নিজ নিজ মালিকদের বশীভূত হও; কেবল সজ্জন
ও শান্ত মালিকদের নয়, কিন্তু কুটিল মালিকদেরও
বশীভূত হও। ১৯ কেননা কেউ যদি আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে বিবেক অনুযায়ী অন্যায় ভোগ করে দুঃখ
সহ্য করে, তবে তা-ই সাধুবাদের বিষয়।
২০ বস্তুত গুনাহ্‌ করে মার খেয়ে যদি তোমরা সহ্য
কর, তবে তাতে প্রশংসা করার কি আছে? কিন্তু
সদাচরণ করে দুঃখভোগ করলে যদি সহ্য কর,
তবে তা-ই হবে আল্লাহ্‌র কাছে সাধুবাদের
বিষয়। ২১ কারণ তোমরা এরই জন্য আহ্বান
পেয়েছ; কেননা মসীহ্‌ও তোমাদের জন্য
দুঃখভোগ করলেন, এই বিষয়ে তোমাদের জন্য
একটি আদর্শ রেখে গেছেন, যেন তোমরা তাঁর
পদচিহ্ন অনুসরণ কর;
২২ "তিনি গুনাহ্‌ করেন নি,
তার মুখে কোন ছলও পাওয়া যায় নি"।
২৩ তিনি অপমানিত হলে প্রতিউত্তরে অপমান
করতেন না; দুঃখভোগের সময় প্রতিশোধ নেবার
ভয়ও দেখান নি, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার
করেন, তাঁর উপর আস্থা রাখতেন। ২৪ তিনি
নিজের দেহে আমাদের সমস্ত গুনাহ্‌ ক্রুশের
উপরে বহন করলেন, যেন আমরা গুনাহ্‌র পক্ষে
মৃত্যুবরণ করে ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই;
তাঁরই ক্ষত দ্বারা তোমরা সুস্থতা লাভ করেছ।
২৫ কেননা তোমরা ভেড়ার মত ভ্রান্ত হয়েছিলে,
কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও নেতার
কাছে ফিরে এসেছ।

স্বামী ও স্ত্রীর জন্য উপদেশ

[২:১৮] ইফি ৬:৫; ইয়াকুব ৩:১৭।
[২:১৯] ১পিতর ৩:১৪,১৭।
[২:২১] প্রেরিত ১৪:২২; ফিলি ১:২৯; রোমীয় ৮:২৮; মথি ১১:২৯; ১৬:২৪।
[২:২২] ২করি ৫:২১; ইশা ৫৩:৯।
[২:২৩] ইব ১২:৩; ইশা ৫৩:৭; লূক ২৩:৪৬; জবুর ৯:৪।
[২:২৪] ইশা ৫৩:৪,১১; ইব ৯:২৮; ১২:১৩।
[২:২৫] ইশা ৫৩:৬; ইউ ১০:১১; আইয়ুব ১০:১২।
[৩:১] ইফি ৫:২২; ১পিতর ২:১৮।
[৩:৩] ইশা ৩:১৮-২৩; ১তীম ২:৯।
[৩:৪] রোমীয় ৭:২২; ইফি ৩:১৬।
[৩:৫] ১তীম ৫:৫; ইষ্টের ২:১৫।
[৩:৬] পয়দা ১৮:১২।
[৩:৭] ইফি ৫:২৫-৩৩; কল ৩:১৯।
[৩:৮] রোমীয় ১৫:৫; ১২:১০; ইফি ৪:২।
[৩:৯] মথি ৫:৪৪; ২:২১; রোমীয় ৮:২৮; ইব ৬:১৪।

৩ ১ তেমনি তোমরা যারা স্ত্রী, তোমরা নিজ
নিজ স্বামীর বশীভূতা হও; তাদের মধ্যে
কেউ কেউ যদিও আল্লাহ্‌র কালাম বিশ্বাস না
করে, তবুও তোমাদের আচার-ব্যবহার দ্বারা
তাদেরকে লাভ করা যেতে পারে। এতে
তোমাদের একটি কথাও বলতে হবে না, ২ কারণ
তারা তোমাদের বিশুদ্ধ আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে
দেখতে পায়। ৩ আর চুলের বেণী ও গয়নাগাটি
কিংবা সুন্দর পোশাক– এসব বাহ্যিক
সাজসজ্জায় নয়, ৪ কিন্তু যার সৌন্দর্য ধ্বংস হয়ে
যায় না, সেই নরম ও শান্ত রূহ্‌ দিয়ে হৃদয়ের
অভ্যন্তরীণ সত্তাকে সাজাও; তা-ই আল্লাহ্‌র
দৃষ্টিতে বহুমূল্য। ৫ কেননা আগেকার দিনের যে
পবিত্র নারীরা আল্লাহ্‌র উপরে প্রত্যাশা রাখতেন,
তাঁরাও সেইভাবে নিজেদের সাজাতেন, নিজ
নিজ স্বামীর অধীনে থাকতেন; ৬ যেমন সারা
ইব্রাহিমের হুকুম মানতেন ও তাঁকে প্রভু বলে
ডাকতেন; তোমরা যদি সৎকর্ম কর ও কোন
ভয়ে ভীত না হও, তবে তাঁরই সন্তান হয়ে
উঠেছ।
৭ তেমনি তোমরা যারা স্বামী, তোমরা বুদ্ধি-
বিবেচনা করে স্ত্রীর সঙ্গে বাস কর; তারা
অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলে এবং তাদেরকে
নিজেদের সঙ্গে জীবনের রহমতের সহাধিকারিণী
জেনে সম্মান কর; যেন তোমাদের মুনাজাত বাধা
না পায়।

ধার্মিকতার জন্য দুঃখভোগ করা

৮ অবশেষে বলি, তোমরা সকলে সমমনা,
পরদুঃখে দুঃখিত, ভাইদের মহব্বতকারী,
স্নেহবান ও নম্রমনা হও। ৯ মন্দের বদলে মন্দ
করো না এবং নিন্দার বদলে নিন্দা করো না;

যায়)। সত্যিকার স্বাধীনতা আল্লাহ্‌র সেবা করার স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা ব্যবস্থার অধীনে অনুশীলন করতে হবে।

২:২১ তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ কর। ঈমানদার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মসীহের গৌরব ও সম্মানের জন্য কাজ করা এবং সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

২:২৪ নিজের দেহে ... বহন করলেন। পুরাতন নিয়মের কোরবানী করা মেষশাবকের রক্তে যেমন গুনাহ্‌গারে সমস্ত গুনাহ্‌ ও অপরাধ ধুয়ে ফেলা হত, সেভাবেই মসীহ্‌ আমাদের গুনাহ্‌র জন্য রক্ত ঝরালেন এবং আমাদের অপরাধ নিজ কাঁধে নিয়ে অপরাধী হিসেবে শাস্তি ভোগ করলেন।

৩:১ স্বামীর বশীভূতা হও। ঈমানদারদেরকে যেমন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়, সেভাবে স্ত্রীদেরও উচিত তাদের স্বামীদের বশ্যতার অধীনস্থ হওয়া, যা একটি পরিবারে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৩:২ কালাম ছাড়াই ... লাভ করা হয়। যে সমস্ত পরিবারে স্ত্রী নাজাতপ্রাপ্ত হলেও স্বামী নাজাতপ্রাপ্ত নয়, সেখানে স্ত্রী যদি পাক-কালামের সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র স্বামীর বশীভূত থেকে, পরিবারে শৃঙ্খলা বজায় রেখে এমনভাবে চলে যেন তাদের স্বামীরা তাদের মৃদুতা, নম্রতা ও বিশুদ্ধ আচরণ দেখতে পায়, তাহলেই তারা তাদের স্বামীদেরকে ঈমানে জয় করতে পারবে।

৩:৪ শান্ত রূহ্‌ দিয়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সত্তাকে সাজাও। সৌন্দর্যের অতিচর্চা এবং অলঙ্কারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ঈসায়ী নারীদের জন্য বাহুল্য, কারণ তাদের প্রকৃত সৌন্দর্য তাদের রূহে, যা প্রকাশ পায় দুনিয়াতে তাদের আচরণ, পরিবারে তাদের ভূমিকা ও স্বামীদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে।

৩:৭ অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র। দৈহিক শক্তির দিক থেকে স্ত্রীরা বরাবরই স্বামীদের চেয়ে দুর্বল। তাই স্বামীদের কর্তব্য স্ত্রীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে প্রশংসা করা এবং তাদের মূল্যবান বলে গণ্য করে যত্ন করা।

মুনাজাত বাধা না পায়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য বা অবজ্ঞা করার কারণে আল্লাহ্‌র সাথে এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সাথে রূহানিক সহভাগিতা ব্যাহত হয় ও আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়। এতে করে তাদের মুনাজাত বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৩:৮ সমমনা। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে অন্তরের চিন্তা যদি শুদ্ধ হয় এবং যদি তাদের মধ্যে ঈসা মসীহের সমস্ত অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলেই তারা একে অপরের সাথে সমমনা হতে পারে এবং মসীহের মহব্বত তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

BACIB International Bible CHURCH

বরং দোয়া কর, কেনানা দোয়ার অধিকারী হবার
জন্যই তোমাদের আহ্বান করা হয়েছে।
১০ কারণ,
“যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসতে ও মঙ্গলের
দিন দেখতে চায়,
সে মন্দ থেকে নিজের জিহ্বাকে,
ছলনার কথা থেকে নিজের ঠোঁটকে নিবৃত্ত
করুক।
১১ সে মন্দ থেকে ফিরে আসুক ও সদাচরণ
করুক,
শান্তির চেষ্টা করুক ও এর জন্য
কঠোরভাবে চেষ্টা করুক।
১২ কেননা ধার্মিকদের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আছে;
তাদের বিনতির প্রতি তাঁর কান আছে;
কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল।”
১৩ আর যদি তোমরা উত্তম কাজের পক্ষে
উদ্যোগী হও, তবে কে তোমাদের অনিষ্ট করবে?
১৪ কিন্তু যদিও ধার্মিকতার জন্য দুঃখভোগ কর,
তবু তোমরা ধন্য। আর তোমরা ওদের ভয়ে ভীত
এবং অস্থির হয়ো না, ১৫ বরং অন্তরের মধ্যে
মসীহ্‌কে প্রভু হিসেবে স্থান দাও। যে কেউ
তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা
করে, তাকে উত্তর দিতে সব সময় প্রস্তুত থাক।
কিন্তু নম্রতা ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সৎ
বিবেক রক্ষা করো, ১৬ যেন যারা তোমাদের
মসীহেতে সদাচরণের দুর্নাম করে, তারা
তোমাদের অপবাদ করে বলে লজ্জা পায়।
১৭ কারণ মন্দ কাজের জন্য দুঃখভোগ করার
চেয়ে বরং– আল্লাহ্‌র যদি এমন ইচ্ছা হয়– উত্তম
কাজের জন্য দুঃখভোগ করা আরও ভাল।
১৮ কারণ মসীহ্‌ও একবার গুনাহের জন্য
দুঃখভোগ করেছিলেন– সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধ-
ার্মিকদের জন্য– যেন আমাদের আল্লাহ্‌র কাছ
নিয়ে যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু রূহে জীবিত

[৩:১২] জবুর ৩৪:১২-১৬।
[৩:১৩] তীত ২:১৪।
[৩:১৪] ১পিতর ২:১৯,২০; ৪:১৫,১৬; ইশা ৮:১২,১৩।
[৩:১৫] কল ৪:৬; ইব ৩:৬।
[৩:১৬] প্রেরিত ২৩:১; ১পিতর ২:১২,১৫।
[৩:১৮] ৪:১,১৩; ইব ৭:২৭; রোমীয় ৫:২; কল ১:২২।
[৩:২০] রোমীয় ২:৪; পয়দা ৬:৩,৫,১৩,১৪; ৮:১৮; ইব ১১:৭।
[৩:২১] প্রেরিত ২২:১৬; প্রেরিত ২৩:১।
[৩:২২] ইব ৪:১৪; মার্ক ১৬:১৯; মথি ২৮:১৮; রোমীয় ৮:৩৮।
[৪:১] রোমীয় ৬:১৮।
[৪:২] রোমীয় ৬:২।
[৪:৩] ইফি ২:২; রোমীয় ১৩:১৩।
[৪:৫] প্রেরিত ১০:৪২।
[৪:৬] ১পিতর ৩:১৯।
[৪:৭] রোমীয় ১৩:১১; প্রেরিত ২৪:২৫।

হলেন। ১৯ আবার রূহে গমন করে সেই বন্দী
রূহ্‌দের কাছে ঘোষণা করলেন, ২০ যারা
আগেকার দিনে, নূহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত
হতে হতে যখন আল্লাহ্‌ সহনশীল হয়ে বিলম্ব
করছিলেন তখন অবাধ্য হয়েছিল। সেই জাহাজে
অল্প লোক অর্থাৎ আট জন ব্যক্তি, পানির মধ্য
থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। ২১ আর এখন এর
প্রতীকীরূপ বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত
পাও। এই বাপ্তিস্ম তো শরীরের মলিনতা ত্যাগ
নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সৎবিবেকের নিবেদন–
সেই ঈসা মসীহের পুনরুত্থান দ্বারা, ২২ যিনি
বেহেশতে গমন করে আল্লাহ্‌র ডান পাশে
আছেন, যেখানে সমস্ত ফেরেশতা ও কর্তৃত্বগুলো
ও পরাক্রম-গুলো তাঁর বশীভূত রয়েছে।

আল্লাহ্‌র জন্য জীবন-যাপন করা

৪ ১ অতএব মসীহ্‌ দৈহিকভাবে দুঃখ-কষ্ট
ভোগ করেছেন বলে তোমরাও সেই-ভাবে
নিজেদের সাজাও– কেননা যারা দৈহিকভাবে
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, সে গুনাহের অভ্যেস
ছেড়ে দিয়েছে– ২ যেন সে তার অবশিষ্ট জীবনে
আর দুনিয়াবী কামনা-বাসনা পূরণের জন্য নয়,
কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালনের জন্য জীবন-যাপন
করে। ৩ কেননা অ-ইহুদীরা যা করে থাকে সেই-
ভাবে লম্পটতা, সুখাভিলাষ, মদ্যপান,
রঙ্গরসপূর্ণ ভোজ-উৎসব ও ঘৃণ্য মূর্তিপূজা করে
যে কাল তোমরা কাটিয়েছ, তা-ই যথেষ্ট।
৪ এখন তারা এই দেখে আশ্চর্য হয় যে, তোমরা
আর ওদের সঙ্গে ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতায় যোগ দিচ্ছ
না, আর সেইজন্য তারা তোমাদের নিন্দা করে।
৫ কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার
করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন, তাঁরই কাছে
ওদেরকে হিসাব দিতে হবে। ৬ কারণ এই
অভিপ্রায়ে মৃতদের কাছেও ইঞ্জিল তবলিগ করা
হয়েছিল, যেন তারা দৈহিকভাবে মানুষের মত

৩:১৩ কে তোমাদের অনিষ্ট করবে? ঈসায়ীদের উপরে অত্যাচার ঠিকই নেমে আসবে, কিন্তু তা কখনোই তাদের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারবে না, কিংবা রূহানিক ধ্বংস সাধন করতে পারবে না।

৩:১৫ অন্তরের মধ্যে ... স্থান দাও। আমাদের উচিত সব সময় অন্তরের গভীরে মসীহের প্রতি ভক্তি ও সম্মান বজায় রাখা, মসীহ্‌ ও প্রভু হিসেবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হওয়া এবং মানুষের কাছে তাঁর বিষয়ে বলার জন্য ও সুসামাচার তবলিগ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা।

৩:১৯ বন্দী রূহ্‌দের। এই অংশের মূলত দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। ১) মসীহ্‌ তাঁর মৃত্যুর পর সেই সমস্ত বন্দী রূহ্‌দের কাছে গিয়েছিলেন, যারা নূহের সময় গুনাহে পতিত হয়েছিল। ২) মসীহ্‌ তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে পতিত ও অবরুদ্ধ ফেরেশতাদের কাছে গিয়েছিলেন, যারা নূহের সময়ে এই দুনিয়ার সুন্দরী মেয়েদেরকে বিয়ে করে গুনাহ্‌ করেছিল।

৩:২১ প্রতীকীরূপ বাপ্তিস্ম। নূহের বন্যা ছিল পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রতীক এবং পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ হচ্ছে নাজাত লাভের প্রতীক। নূহের বন্যা যেভাবে গুনাহ্‌গার মানুষগুলোকে ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছিল, সেভাবেই পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি প্রতীকীকৃত হয় যে, আমাদের পূর্বের জীবনের যত গুনাহ্‌ ও কালিমা ছিল তা সব ধুয়ে মুছে গেল এবং আমরা নাজাত লাভ করে পবিত্র ও শুদ্ধ বলে গণিত হলাম।

৪:১ তোমরাও ... নিজেদের সাজাও। মসীহ্‌ যেভাবে কষ্টভোগ করেছেন, সেভাবে মসীহের পথে চলতে গেলে ঈমানদারদেরকেও কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

যারা ... কষ্ট ভোগ করেছে। যারা স্বেচ্ছায় মসীহের জন্য দুঃখভোগ করে, তাদের পক্ষে গুনাহ্‌ প্রতিরোধ করা ও আল্লাহ্‌ ইচ্ছা পালন করা সহজ।

৪:৫ বিচার করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। ইঞ্জিল শরীফে পিতা ও পুত্র উভয়েই শেষ বিচারের দিনে বিচারক বলে ঘোষিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌ই বিচারের প্রকৃত মালিক, কিন্তু তিনি পুত্র ঈসা মসীহের উপর বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

৪:৬ মৃতদের কাছেও। অনেকে মনে করেন, বর্তমানে মৃত এই লোকেরা যখন পৃথিবীতে জীবিত ছিল, সে সময় তাদের কাছে

বিচারাধীন হলেও, রূহে তারা আল্লাহ্‌র মতই জীবিত থাকে।

৭ কিন্তু সকল বিষয়ের শেষকাল সন্নিকট; অতএব তোমরা নিজেদের দমনে রাখ যেন মুনাজাত করতে পার। ৮ সর্বোপরি, তোমরা পরস্পরকে একাগ্রভাবে মহব্বত কর; কেননা "মহব্বত অনেক গুনাহ্‌ ঢেকে রাখে।" ৯ কোনরূপ অভিযোগ না করে পরস্পর পরস্পরের মেহমানদারী কর। ১০ তোমরা যে যেমন দান পেয়েছ, সেই অনুসারে আল্লাহ্‌র বহুবিধ রহমতের-ধনের উত্তম ধনাধক্ষ্যের মত একে অন্যের পরিচর্যা কর। ১১ যদি কেউ কথা বলে, সে এমনভাবে বলুক, যেন আল্লাহ্‌র বাণী বলছে; যদি পরিচর্যা করে, সে আল্লাহ্‌ দেওয়া শক্তি অনুসারে পরিচর্যা করুক; যেন সমস্ত বিষয়ে ঈসা মসীহের দ্বারা আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত হন। মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁরই। আমিন।

ঈসায়ী হিসেবে দুঃখভোগ করা

১২ প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলছে, তা অদ্ভুত ঘটনা বলে আশ্চর্য জ্ঞান করো না; ১৩ বরং যে পরিমাণে মসীহের দুঃখভোগের সহভাগী হচ্ছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, যেন তাঁর মহিমার প্রকাশকালে উল্লাস সহকারে আনন্দ করতে পার। ১৪ তোমরা যদি মসীহের নামের জন্য তিরস্কৃত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা মহিমার রূহ্‌, এমন কি, আল্লাহ্‌র রূহ্‌ তোমাদের উপরে অবস্থান করছেন। ১৫ তোমাদের মধ্যে যেন কেউ নর-হন্তা, চোর, দুষ্কর্মকারী বা পরের অধিকারে হস্তক্ষেপকারী বলে দুঃখভোগ না করে। ১৬ কিন্তু যদি কেউ ঈসায়ী বলে দুঃখভোগ করে, তবে সে লজ্জিত না হোক; বরং এই নাম আছে বলে আল্লাহ্‌র গৌরব করুক। ১৭ কেননা আল্লাহ্‌র গৃহে বিচার আরম্ভ হবার সময় হল; আর যদি তা প্রথমে আমাদের মধ্য থেকেই আরম্ভ হয়, তবে যারা আল্লাহ্‌র ইঞ্জিলের অবাধ্য, তাদের পরিণাম কি হবে? ১৮ আর ধার্মিকের নাজাত পাওয়া যদি এত শক্ত হয়, তবে ভক্তিহীন ও গুনাহ্‌গার লোকদের অবস্থা কি হবে? ১৯ অতএব যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করে, তারা সদাচরণ করতে করতে নিজ নিজ প্রাণকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে গচ্ছিত রাখুক।

মণ্ডলীর প্রধান নেতাদের প্রতি উপদেশ

৫ ১ অতএব তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীন-বর্গ আছেন, তাঁদেরকে আমি এক জন সহপ্রাচীন, মসীহের দুঃখভোগের সাক্ষী এবং যে মহিমা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে তার সহভাগী হিসেবে ফরিয়াদ করছি; ২ আল্লাহ্‌র যে পাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তা পালন কর; তাদের দেখাশোনা কর, আবশ্যক বলে নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, আল্লাহ্‌র অভিমতে এই কাজ কর। কোনরূপ কুৎসিত লাভের জন্য এই কাজ করো না বরং আগ্রহ সহকারে তাদের দেখাশোনা কর। ৩ তোমার অধীনস্থ লোকদের উপর প্রভুত্ব করো না কিন্তু পালের আদর্শ হয়েই দায়িত্ব পালন কর। ৪ তাতে প্রধান পালক যখন প্রকাশিত হবেন তখন তোমরা এমন মহিমার মুকুট পাবে যা কখনও ম্লান হবে না। ৫ সেভাবে হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও; আর তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবা করার জন্য নম্রতার পোশাক পর; কেননা

"আল্লাহ্‌ অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন,
কিন্তু নম্রদেরকে রহমত দান করেন।"

৬ অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরাক্রমশালী হাতের নিচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদেরকে উন্নত করেন; ৭ তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁর উপরে ছেড়ে দাও; কেননা

[৪:৮] মেসাল ১০:১২; ইয়াকুব ৫:২০।
[৪:৯] ফিলি ২:১৪; রোমীয় ১২:১৩ ।
[৪:১০] ১করি ৪:২; রোমীয় ১২:৬,৭ ।
[৪:১১] ১থিষ ২:৪; ইফি ৬:১০; ১করি ১০:৩১।
[৪:১৩] মথি ৫:১২; ২করি ১:৫; রোমীয় ৮:১৭।
[৪:১৪] ইউ ১৫:২১; মথি ৫:১১।
[৪:১৬] প্রেরিত ৫:৪১।
[৪:১৭] ইয়ার ২৫:২৯; ইহি ৯:৬।
[৪:১৮] মেসাল ১১:৩১; লূক ২৩:৩১।
[৫:১] লূক ২৪:৪৮; প্রকা ১:৯।
[৫:২] ইউ ২১:২৬; ২করি ৯:৭।
[৫:৩] ইহি ৩৪:৪; মথি ২০:২৫-২৮।
[৫:৪] ইউ ১০:১১; ১করি ৯:২৫।
[৫:৫] ইফি ৫:২১; মেসাল ৩:৩৪।
[৫:৬] আইয়ুব ৫:১১; ইয়াকুব ৪:১০।
[৫:৭] জবুর ৩৭:৫; ৫৫:২২।

সুসমাচার তবলিগ করা হয়েছিল।

৪:৭ শেষকাল সন্নিকট। প্রভু ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন, যখন এই দুনিয়াবী যুগের অবসান ঘটবে।

৪:৮ "মহব্বত অনেক গুনাহ্‌ ঢেকে রাখে। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সত্যিকার মহব্বত প্রতিবেশীর দোষকে ক্ষমা করে বা তা ভুলে যায়। আমরা যদি অপরাধীর গুনাহ্‌ ক্ষমা করি, তাহলে এর মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রকাশিত হয়।

৪:১২ পরীক্ষা করার আগুন। বিশ্বস্ত ঈমানদারদের প্রতি এই দুনিয়া, অ-ঈমানদার এবং শয়তানের কাছ থেকে অবশ্যই প্রলোভন আসবে এবং তাদেরকে সব সময় এই দুনিয়াতে যন্ত্রণা, পীড়ন ও দুঃ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ চলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪:১৩ যে পরিমাণে ... আনন্দ কর। মসীহের জন্য এই দুনিয়াতে আমাদের দুঃখভোগ প্রভুতে আমাদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয়।

৪:১৪ মহিমার রূহ্‌ ... অবস্থান করছেন। যারা মসীহের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তাদের জীবন পাক-রূহের উপস্থিতি ও মসীহের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ থাকে।

৫:২ আল্লাহ্‌র পাল ... পালন কর। মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ ও পালকের দায়িত্ব মণ্ডলীর ঈমানদারদের তত্ত্বাবধান করা, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম পরিবেশন করা এবং সুরক্ষিত রাখা।

কুৎসিত লাভ। মণ্ডলীর নেতৃবর্গকে সব সময় অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি লোভ – এই দু'টি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে, যা তাঁদের পদমর্যাদাকে কলঙ্কিত করে তোলে।

৫:৪ প্রধান পালক। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ যখন প্রত্যাবর্তন করবেন, সে সময় তিনি তাঁর অধীনে ইমাম, প্রাচীন ও পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করেছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

৫:৫ নম্রতার পোশাক পর। মসীহের যুগে ক্রীতদাসরা সাধারণত তাদের কোমরে পোশাকের উপরে একটি সাদা কাপড় পরতো, যাতে বোঝা যেত যে তারা ক্রীতদাস। ঈসায়ী ঈমানদারদেরকেও নম্রতার পোশাক পরতে হবে, যেন তাদের বিনম্র আচরণের মধ্য দিয়ে তাদেরকে মসীহের গোলাম হিসেবে চেনা যায় এবং তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ হন।

তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। ৮ তোমরা
সংযমী হও, জেগে থাক; তোমাদের বিপক্ষ
শয়তান গর্জনকারী সিংহের মত কাকে গ্রাস
করবে, তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। ৯ তোমরা
ঈমানে অটল থেকে তার প্রতিরোধ কর; তোমরা
জান, দুনিয়াতে অবস্থিত তোমাদের ভাইয়েরাও
সেই রকম নানা দুঃখভোগ করছে। ১০ আর সমস্ত
রহমতের আল্লাহ্‌, যিনি তোমাদেরকে মসীহে
নিজের অনন্ত মহিমা দেবার জন্য আহ্বান
করেছেন, তিনি নিজে তোমাদের ক্ষণিক
দুঃখভোগের পর তোমাদেরকে পরিপক্ব, সুস্থির,
সবল, বদ্ধমূল করবেন। ১১ যুগপর্যায়ের যুগে যুগে
তাঁরই পরাক্রম হোক। আমিন।

[৫:৮] প্রেরিত ২৪:২৫; আইয়ুব ১:৭; ২তীম ৪:১৭। [৫:৯] ইয়াকুব ৪:৭; কল ২:৫; প্রেরিত ১৪:২২। [৫:১০] ২তীম ২:১০; জবুর ১৮:৩২; ২থিষ ২:১৭। [৫:১১] রোমীয় ১১:৩৬। [৫:১২] ইব ১৩:২২; ১করি ১৬:১৩। [৫:১৩] প্রেরিত ১২:১২। [৫:১৪] রোমীয়

শেষ কথা ও মঙ্গলবাদ

১২ সীলবান, যাঁকে আমি আমার বিশ্বস্ত ভাই মনে
করি, তাঁর দ্বারা সংক্ষেপে তোমাদেরকে এই পত্র
পাঠালাম যাতে তোমরা উৎসাহ পাও এবং এটাই
যে আল্লাহ্‌র সত্য রহমত এমন সাক্ষ্যও দিলাম।
তোমরা এই রহমতে স্থির হয়ে বাস কর।
১৩ তোমাদের সহমনোনীতা ব্যাবিলনস্থ মণ্ডলী
এবং আমার পুত্র মার্ক তোমাদের মঙ্গল কামনা
করছেন। ১৪ তোমরা মহব্বতের চুম্বনে পরস্পর
মঙ্গল কামনা কর। তোমরা যত লোক মসীহে
আছ, তোমাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত
হোক।

৫:৭ তিনি তোমাদেও জন্য চিন্তা করেন। আল্লাহ্‌র যে সন্তানেরা নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্‌ চিন্তা করে থাকেন। এই সত্যটি আল্লাহ্‌র কালামের সমস্ত জায়গায়ই দেখা যায়। (জবুর ২৭:১০; মথি ৬। ২৫-৩৪; ফিলিপীয় ৪:৬ আয়াত দেখুন।) আমাদের প্রত্যেকটি ভয়, চিন্তা ও সমস্যার বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌ও কাছে ছেড়ে দিতে হবে। (জবুর ৫৫:২২; লূক ১২:১১-২২ আয়াত দেখুন)।

৫:৮ গর্জনকারী সিংহের মত ... খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। মানুষের পতনের পর শয়তান এই দুনিয়াতে কর্তৃত্ব করে, বিচরণ করে ও বদ-রূহ্‌দের বাহিনীকে পরিচালনা দান করে। ঈমানদারদের উপরে তার কোন কর্তৃত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু সে সব সময় তাদেরকে প্রলোভন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাখে।

১ পিতর ও ২ পিতরের তুলনা

১ পিতর	২ পিতর
অত্যাচার ভোগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে	ভ্রান্ত শিক্ষা ও ভ্রান্ত শিক্ষকদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে
মসীহের অত্যাচার ভোগ	যে মহিমা পরে আসবে
মুক্তি সম্বন্ধীয় উপাধি– মসীহ্‌	কর্তৃত্বমূলক উপাধি প্রভু
সান্ত্বনা	সতর্কবাণী
পরীক্ষা মোকাবেলা করার আশা	ভুল মোকাবেলা করার পূর্ণ জ্ঞান
‘অত্যাচার ভোগের’ ৭টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার ও অনেকবার মূল বিষয়ের উল্লেখ	‘জানা’ শব্দটি এবং একই অর্থে অন্য শব্দ মোট ১৩বার ব্যবহার করা হয়েছে: ১:২,৩,৫,৬,৮,১২,১৪,২০, ২:৯,২০,২১ (দু’বার); ১৭,১৮

দ্বাবিংশ খণ্ড : ২ পিতর

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক : প্রথম পত্রটির মত মসীহের ঘনিষ্ঠতম সাহাবী ও প্রেরিত পিতর এই দ্বিতীয় পত্রটিরও লেখক।

লেখার তারিখ ও স্থান : পিতর তাঁর জীবনের শেষ দিকে, অর্থাৎ সম্ভবত ৬৫ থেকে ৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই পত্রটি লেখেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তিনি রোম থেকেই পত্রটি লিখেছিলেন।

প্রাপক : প্রথমটির মত দ্বিতীয় পত্রটিও এশিয়া মাইনরের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কের বিভিন্ন স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঈসায়ী ঈমানদারদের উদ্দেশে লেখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু : এই পত্রটিতে পিতর মণ্ডলীর পরিচালাক, পরিচর্যাকারী ও সদস্যদেরকে এই শিক্ষা দান করেছেন যে, যে সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষক ও মন্দ লোকেরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে এই পত্রের উদ্দেশ্য তিনটি: ১. ঈসায়ীদের বৃদ্ধিকে উজ্জীবিত করা (অধ্যায় ১), ২. ভ্রান্ত শিক্ষার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণে উৎসাহ প্রদান (অধ্যায় ২), এবং ৩. প্রভুর নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের জন্য জাগ্রত থাকতে উৎসাহিত করা (অধ্যায় ৩)।

২ পিতরের মূল শিক্ষা : "স্মরণ করিয়ে দিতে" (১:১২; ৩:১), "স্মরণ করতে পার" (১:১৫,২০; ৩:২), "জাগিয়ে রাখা" (১ঃ১৩), "ভুলে গেছে" (১:৯) এবং "ভুলে যেওনা" (৩:৮), এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে পত্রটির মূল চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক চান যেন তাঁর পাঠকেরা প্রেরিতদের কাছে পাওয়া শিক্ষা মনে রাখেন। বিশেষ করে মসীহের দ্বিতীয় আগমন ও

আল্লাহ্‌র শেষ বিচারের বিষয়ের শিক্ষা। লেখক জোর দিয়ে বলছেন যে, ভণ্ড শিক্ষকেরা ইচ্ছা করেই অর্থাৎ, উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ সমস্ত শিক্ষা দিচ্ছে। লেখক তাদের মনে করিয়ে দেন যে, মসীহী ঈমান কতগুলো গুণের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে ভালবাসার মধ্য দিয়ে বাস্তবভাবে প্রকাশ হওয়ার বিষয় (১:৫-৮)।

প্রধান আয়াত : "কারণ যিনি নিজের গৌরব ও সদ্‌গুণে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর খোদায়ী শক্তি আমাদেরকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় দান করেছে" (১:৩)।

প্রধান চরিত্রসমূহ : পিতর ও পৌল।

রূপরেখা :

(ক) ঈমানে স্থির থাকবার বিষয়ে উপদেশ (১:১-১৫)
(খ) মসীহের মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী (১:১৬-২১)
(গ) ভণ্ড নবী ও ভণ্ড শিক্ষকদের শাস্তি (২:১-২২)
(ঘ) প্রভুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা (৩:১-১৮)

ঈমানে স্থির থাকবার বিষয়ে উপদেশ

১ ১ শিমোন পিতর, ঈসা মসীহের গোলাম ও
প্রেরিত– যাঁরা আমাদের আল্লাহ্‌র ও
নাজাতদাতা ঈসা মসীহের ধার্মিকতায় আমাদের
সঙ্গে সমরূপ বহুমূল্য ঈমান লাভ করেছেন,
তাঁদের সমীপে। ২ আল্লাহ্‌র এবং আমাদের প্রভু
ঈসার তত্ত্বজ্ঞানে রহমত ও শান্তি প্রচুররূপে
তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।
৩ কারণ যিনি নিজের গৌরব ও সদ্‌গুণে
আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান
দ্বারা তাঁর খোদায়ী শক্তি আমাদেরকে জীবন ও
ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় দান করেছে। ৪ আর
ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদেরকে মহামূল্য
অথচ অতি মহৎ অনেক প্রতিজ্ঞা দান করেছেন,
যেন তা দ্বারা তোমরা দুনিয়াবী কামনা-বাসনার
দরুন দুনিয়াতে যে সমস্ত নোংরামি জমা হয়েছে
তা থেকে পালিয়ে গিয়ে খোদায়ী স্বভাবের
সহভাগী হও। ৫ আর এরই জন্য তোমরা সম্পূর্ণ
যত্নের সাথে চেষ্টা কর যাতে নিজেদের ঈমানের
সঙ্গে সদ্‌গুণ ও সদ্‌গুণের সঙ্গে জ্ঞান ৬ ও জ্ঞানের
সঙ্গে নিজেকে দমন ও নিজেকে দমনের সঙ্গে
ধৈর্য, ৭ ও ধৈর্যের সঙ্গে ভক্তি ও ভক্তির সঙ্গে
ভাইদের প্রতি স্নেহ ও ভাইদের প্রতি স্নেহের সঙ্গে
মহব্বত যোগ করতে পার। ৮ কেননা এ সব যদি
তোমাদের মধ্যে থাকে ও উপচে পড়ে, তবে তা
আমাদের ঈসা মসীহের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে
তোমাদের অলস বা ফলহীন থাকতে দেবে না।
৯ কারণ এই সমস্ত যার নেই, সে অন্ধ ও
অদূরদর্শী। তাকে যে তার আগের গুনাহ্‌গুলো
থেকে মাফ করা হয়েছে তা ভুলে গেছে।
১০ অতএব, হে ভাইয়েরা, তোমরা যে আহ্বান
পেয়েছ ও মনোনীত, তা নিশ্চিত করে তুলবার
জন্য আরও বেশি চেষ্টা কর, কেননা এসব করলে
তোমরা কখনও হোঁচট খাবে না; ১১ কারণ
এভাবে আমাদের প্রভু ও নাজাতদাতা ঈসা
মসীহের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করার অধিকার
তোমাদেরকে প্রচুর দেওয়া যাবে।

[১:১] রোমীয় ১:১; ৩:২১-২৬; তীত ২:১৩।
[১:২] রোমীয় ১:৭; ফিলি ৩:৮।
[১:৩] রোমীয় ৮:২৮।
[১:৪] ইফি ৪:২৪; ইব ১২:১০।
[১:৫] কল ২:৩।
[১:৬] প্রেরিত ২৪:২৫; ইব ১০:৩৬।
[১:৭] রোমীয় ১২:১০; ১থিষ ৩:১২।
[১:৮] ইউ ১৫:২; কল ১:১০; তীত ৩:১৪।
[১:৯] ১ইউ ২:১১; ইফি ৫:২৬।
[১:১০] রোমীয় ৮:২৮; জবুর ১৫:৫।
[১:১১] ২তীম ৪:১৮; জবুর ১৪৫:১৩।
[১:১২] ফিলি ৩:১; ১ইউ ২:২১।
[১:১৩] ইশা ৩৮:১২; ২করি ৫:১,৪।
[১:১৪] ২তীম ৪:৬।
[১:১৫] লূক ৯:৩১।
[১:১৬] মথি ১৭:১-৮।
[১:১৭] মথি ৩:১৭।
[১:১৮] মথি ১৭:৬।
[১:১৯] জবুর ১১৯:১০৫; প্রকা ২২:১৬।
[১:২০] ২পিতর ৩:৩।
[১:২১] ২তীম ৩:১৬; ২শামু

১২ এই কারণ আমি তোমাদেরকে সব সময়
এসব স্মরণ করিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকব; যদিও
তোমরা এসব জান এবং বর্তমান সত্যে সুস্থিরও
আছ। ১৩ আর আমি যত দিন এই দেহে থাকি,
ততদিন তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে
জাগিয়ে রাখা কর্তব্য বলে মনে করি। ১৪ কারণ
আমি জানি, আমার এই দেহ খুব শীঘ্রই আমাকে
পরিত্যাগ করতে হবে, তা আমাদের প্রভু ঈসা
মসীহ্‌ই আমাকে জানিয়েছেন।
১৫ আর তোমরা যাতে আমার গত হওয়ার পরে
সব সময় এসব স্মরণ করতে পার, এমন যত্নও
করবো।

মসীহের মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী

১৬ কারণ আমাদের ঈসা মসীহের পরাক্রম ও
আগমনের বিষয় যখন তোমাদের জানিয়েছিলাম,
তখন আমরা কৌশল-কল্পিত পৌরাণিক গল্পের
অনুগামী হই নি, কিন্তু তাঁর মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী
হয়েছিলাম। ১৭ ফলত তিনি পিতা আল্লাহ্‌র কাছ
থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, সেই
মহিমাযুক্ত মহিমা কর্তৃক তাঁর কাছে এই বাণী
উপনীত হয়ে-ছিল, "ইনিই আমার পুত্র, আমার
প্রিয়তম, এতেই আমি প্রীত।" ১৮ আর বেহেশত
থেকে উপনীত সেই বাণী আমরাই শুনেছি, যখন
তাঁর সঙ্গে পবিত্র পর্বতে ছিলাম।
১৯ আর নবীদের কালাম আরও দৃঢ় হয়ে
আমাদের কাছে রয়েছে; তোমরা যে সেই
কালামের প্রতি মনোযোগ করছো, তা ভালই
করছো; তা এমন প্রদীপের মত, যা যে পর্যন্ত
দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতী তারা
তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্যন্ত
অন্ধকারময় স্থানে আলো দেয়। ২০ প্রথমে এই
কথা জেনো যে, পাক-কিতাবের কোন
ভবিষ্যদ্বাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়;
২১ কারণ ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মানুষের ইচ্ছাক্রমে
উপনীত হয় নি, কিন্তু মানুষেরা পাক-রূহ্‌ দ্বারা
চালিত হয়ে আল্লাহ্‌ থেকে যা পেয়েছেন, তা-ই
বলেছেন।

১:৩ জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় দান করেছে: বেহেশতী পিতার মহব্বত, মসীহের সাধিত নাজাত, বেহেশতে আমাদের জন্য তাঁর মধ্যস্থতা সূচক মুনাজাত, পাক-রূহের বাপ্তিস্ম ও উপস্থিতি, ঈমানদারদের সহভাগিতা এবং আল্লাহ্‌র অনুপ্রাণিত কালাম – এর সবই জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় বিষ-য়সমূহ।

১:৪ খোদায়ী স্বভাবের সহভাগী: ঈমানদার হিসেবে আমরা মসীহের স্বভাবের সহভাগী হই ও তাঁর বৈশিষ্ট্য ধারণ করি।

১:১০ আহ্বান পেয়েছ ও মনোনীত: আমাদের নাজাত ও ঈমান আমাদের প্রাপ্য নয়, বরং তা আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দেওয়া উপহার। কাজেই আমাদের উচিত জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ঈমান ধরে রাখা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আরও বৃদ্ধিকল্পে চেষ্টা করা।

১:১৯ আরও দৃঢ় হয়ে: এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দস এবং সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে, কোন মানুষের কাছ থেকে নয়। এ কারণে আমাদের মনে এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, পাক-কিতাবের বাণী নির্ভুল।

১:২০ নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়: পাক-কিতাবের কোন ভবিষ্যদ্বাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যা, ধারণা, মতাদর্শ বা বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে কথিত হয় নি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাঁর পাক-রূহের অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী দান করেছেন।

১:২১ পাক-রূহ্‌ দ্বারা চালিত হয়ে: পাক-কিতাব ও শরীয়ত আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। আল্লাহ্‌ সক্রিয়ভাবে মানুষের হাত হয়ে এই কিতাব রচনা করেছেন। তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটাই তিনি পাক-রূহ্‌ দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখকদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন এবং কিতাবের আকৃতি দিয়েছেন।

BACIB International Bible CHURCH

ভণ্ড নবী ও ভণ্ড শিক্ষকদের শাস্তি

২ ১ কিন্তু লোকদের মধ্যে যেমন ভণ্ড নবীরা
উঠেছিল; সেইভাবে তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড
শিক্ষকরা উপস্থিত হবে, তারা গোপনে ধ্বংসকারী
দলভেদ উপস্থিত করবে, যিনি তাদেরকে ক্রয়
করেছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করবে,
এভাবে শীঘ্র নিজেদের বিনাশ ঘটাবে। ২ আর
অনেকে লম্পটতার অনুগামী হবে; তাদের
কারণে সত্যের পথ নিন্দিত হবে। ৩ লোভের বশে
তারা ছলনার কথা দ্বারা তোমাদের কাছ থেকে
অর্থলাভ করবে; দীর্ঘকাল আগে তাদের বিরুদ্ধে
উচ্চারিত বিচারাজ্ঞা বৃথা হবে না এবং ধ্বংসের
হাত থেকে তারা রেহাই পাবে না।
৪ কারণ যে ফেরেশতারা গুনাহ্ করেছিল
আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করেন নি, কিন্তু দোজখের
অন্ধকার কারাকূপে ফেলে দিয়ে বিচারের জন্য
রেখে দিয়েছেন। ৫ আর তিনি পুরানো দুনিয়ার
প্রতি মমতা করেন নি, কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের
দুনিয়াতে বন্যা আনলেন, তখন আর সাতজনের
সঙ্গে ধার্মিকতার তবলিগকারী নূহ্‌কে রক্ষা
করলেন। ৬ আর সাদুম ও আমুরা নগর আগুন
দিয়ে ধ্বংস করে সেই নগরের লোকদের শাস্তি
দিলেন, আর যারা ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ করবে,
তাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ করলেন; ৭ আর সেই ধার্মিক
লূতকে উদ্ধার করলেন, যিনি ধর্ম-হীনদের
লম্পটতায় কষ্ট পেতেন। ৮ কেননা সেই ধার্মিক
ব্যক্তি তাদের মধ্যে বাস করার সময়, তাদের
অধর্মের কাজ দেখে-শুনে প্রতিদিন তাঁর ধর্মশীল
প্রাণ ভীষণ কষ্ট পেত। ৯ এতে জানি, প্রভু আল্লাহ্
-ভক্তদেরকে পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করতে এবং
অধার্মিকদেরকে শাস্তি পাবার জন্য বিচার-দিন
পর্যন্ত রাখতে জানেন। ১০ বিশেষত যারা গুনাহ্-
স্বভাবের বশবর্তী হয়ে গুনাহ্-স্বভাবের নাপাক
অভিলাষে চলে ও প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে, তাদেরকে

২৩:২; প্রেরিত ১:১৬; ৩:১৮।
[২:১] দ্বিঃবিঃ ১৩:১-৩; ইয়ার ৬:১৩; মথি ৭:১৫।
[২:২] এহুদা ৪।
[২:৩] ২করি ২:১৭; ১থিষ ২:৫।
[২:৪] পয়দা ৬:১-৪; ১তীম ৩:৬।
[২:৫] পয়দা ৬:৫-৮:১৯; ইব ১১:৭।
[২:৬] পয়দা ১৯:২৪,২৫; শুমারী ২৬:১০; এহুদা ৭।
[২:৭] পয়দা ১৯:১৬; ২পিতর ৩:১৭ ২:৮ ইব ১১:৪।
[২:৯] জবুর ৩৭:৩৩; রোমীয় ১৫:৩১; প্রকা ৩:১০।
[২:১০] ২পিতর ৩:৩; এহুদা ১৬,১৮,৮।
[২:১১] এহুদা ৯।
[২:১২] জবুর ৪৯:১২; এহুদা ১০।
[২:১৩] রোমীয় ১৩:১৩।
[২:১৪] ইয়াকুব ১:৮; ইফি ২:৩।
[২:১৫] শুমারী ২২:৪-২০; দ্বিঃবিঃ ২৩:৪।
[২:১৬] শুমারী ২২:২১-৩০।
[২:১৭] এহুদা ১২,১৩।
[২:১৮] এহুদা ১৬।
[২:১৯] রোমীয়

শাস্তি দেবেন। এরা দুঃসাহসী, স্বেচ্ছাচারী; যারা
গৌরবের পাত্র, এরা তাদের নিন্দা করতে ভয়
করে না।
১১ ফেরেশতারা যদিও শক্তিতে ও পরাক্রমে
মহত্তর, তবুও প্রভুর কাছে তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে
নিন্দাপূর্ণ বিচার উপস্থিত করেন না। ১২ কিন্তু যে
সমস্ত বুদ্ধিবিহীন জীবজন্তু স্বভাবত ধরে মেরে
ফেলবার জন্যই যাদের জন্ম, এই লোকেরা
তাদের মতই। তারা যা বোঝে না, তার নিন্দা
করে; যেমন ঐ পশুরা বিনষ্ট হয় তারাও তেমনি
বিনষ্ট হবে। ১৩ অন্যায়ের বেতন হিসেবে তাদের
সেই অন্যায় ভোগ করতে হবে। তারা দিনের
বেলা উদরতৃপ্তিকে সুখ জ্ঞান করে; তারা কলঙ্ক
ও ময়লার মত, তারা তোমাদের সঙ্গে ভোজন
পান করে নিজেদের ভোগ-বিলাসকেই প্রকাশ
করছে। ১৪ তাদের চোখ জেনায় পরিপূর্ণ এবং
গুনাহ্ থেকে বিরত হয় না; তারা
অস্থিরমনাদেরকে প্রলোভিত করে; তাদের অন্তর
অর্থলালসায় অভ্যস্ত; তারা বদদোয়ার সন্তান।
১৫ তারা সোজা পথ ত্যাগ করে বিপথগামী
হয়েছে, বিয়োরের পুত্র বালামের পথ ধরেছে;
সেই ব্যক্তি তো অধার্মিকতার বেতন ভালবাসত;
১৬ কিন্তু সে নিজের অপরাধের জন্য তিরস্কৃত
হল; একটি বাক্‌শক্তিহীন গাধা মানুষের মত কথা
বলে সেই নবীর উন্মত্ততা নিবারণ করলো।
১৭ এই লোকেরা পানিশূন্য ফোয়ারা, ঝড়ো
হাওয়ায় বয়ে যাওয়া কুয়াশার মত, তাদের জন্য
ঘোরতর অন্ধকার জমা রয়েছে, ১৮ কারণ তারা
অসার গর্বের কথা বলে গুনাহ্-স্বভাবের
সুখাভিলাষে, লম্পটতায়, সেই লোকদেরকে
প্রলোভিত করে, যারা বিপথগামীদের কাছ থেকে
সম্প্রতি পালিয়ে যাচ্ছে। ১৯ তারা তাদের কাছে
স্বাধীনতার ওয়াদা করে, কিন্তু নিজেরাই
অনাচারের গোলাম; কেননা যে যার দ্বারা

২:১ ভণ্ড নবী: প্রভু ঈসা মসীহ্ বহুবার মণ্ডলীর মধ্যে ভণ্ড নবী ও শিক্ষকদের প্রবেশের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরা মণ্ডলীতে ধ্বংসাত্মক শিক্ষা দেয় এবং ঈমানদারদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

২:২ লম্পটতার অনুগামী: মণ্ডলীর মধ্যে অনেক নামসর্বস্ব ঈসায়ী ঈমানদার আসবে, যারা তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ যৌনাচারের কারণে প্রকৃত ও সৎ ঈমানদারদের উপরে নিন্দা আরোপ করবে।

২:৩ ছলনার বাক্য" ভণ্ড শিক্ষকরা অর্থলিপ্সার কারণে সুসমাচারকে বিকৃত করে তাদের স্বার্থ অনুসারে ব্যবহার করবে এবং ঈমানদারদেরকে ভুল শিক্ষা দিয়ে বিপথে নেবে।

২:৪ যে ফেরেশতারা গুনাহ্ করেছিল: সম্ভবত সেই সমস্ত ফেরেশতা, যারা শয়তানের নেতৃত্বে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাদেরকেই পরবর্তীতে ইঞ্জিল শরীফে বদ-রূহ্ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২:৫ আর সাতজন: নূহের স্ত্রী, তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ।

২:১০ প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে: যারা অধার্মিক ও মন্দ ব্যক্তি, লম্পট ও স্বেচ্ছাচারী, তারা আল্লাহ্‌র বিধান ও মসীহের সুসমাচারের বিপক্ষে অবস্থান করে ও প্রভুর অধীনস্থতা অস্বীকার করে।

২:১৫ বালামের পথ: বালাম অর্থের বিনিময়ে ইসরাইল জাতিকে বদদোয়া দিতে রাজি হয়েছিল, যদিও আল্লাহ্ তাকে প্রতিহত করেছিলেন। একইভাবে মণ্ডলীর বিরোধী অনেক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র লোকদের ধ্বংসের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সম্মান ও দুনিয়াবী সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত হয়ে রয়েছে।

২:১৭ পানিশূন্য ফোয়ারা: নিষ্ঠুর প্রতারণার একটি দৃষ্টান্ত: তৃষ্ণার্ত ভ্রমণকারী যেমন শীতল পানির আশায় শুকনো ঝর্ণার কাছে গিয়ে হতাশ হয়, ঠিক সেভাবেই ভ্রান্ত শিক্ষকরা অনেক সত্যের ও আশার বাণী শোনায়, কিন্তু বাস্তবে তাদের কাছে কোন সত্য নেই।

২:১৯ স্বাধীনতার ওয়াদা: সম্ভবত নৈতিক সংযম থেকে স্বাধীনতা। যারা আইন ও নিয়মের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা নিজেরাই অন্যায়, স্বেচ্ছাচারিতা ও লাম্পট্যের গোলাম।

BACIB International Bible CHURCH

পরাভূত, সে তার গোলামীতে আবদ্ধ। ২০ কারণ
আমাদের প্রভু ও নাজাতদাতা ঈসা মসীহের
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে দুনিয়ার মন্দতাগুলো
থেকে পালিয়ে আসবার পর যদি তারা পুনরায়
তাতে জড়িত হয়ে পরাভূত হয়, তবে তাদের
প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও খারাপ হয়ে
পড়ে। ২১ কেননা ধার্মিকতার পথ জানার পর
তাদের যে পবিত্র হুকুম দেওয়া হয়েছে তা থেকে
সরে যাওয়ার চেয়ে বরং সেই পথ অজ্ঞাত থাকা
তাদের পক্ষে আরও ভাল ছিল। ২২ তাদের
সম্পর্কে এই প্রবাদ এই সত্য বলে প্রমাণিত হল,

"কুকুর তার বমির দিকে ফেরে,"
আর শূকরকে ধোয়ানো হলেও
সে কাদায় গড়াগড়ি দেয়।

প্রভুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা

৩ ১ এখন প্রিয়তমেরা, আমি এই দ্বিতীয় পত্র
তোমাদেরকে লিখছি। উভয় পত্রে
তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের সরল
চিত্তকে জাগিয়ে তুলছি, ২ যেন তোমরা পবিত্র
নবীরা যে সব কথা বলে গেছেন সেই
কালামগুলো এবং তোমাদের প্রেরিতদের মধ্য
দিয়ে দেওয়া নাজাতদাতা প্রভুর হুকুমগুলো স্মরণ
কর। ৩ প্রথমে এই কথা জেনো যে, শেষকালে
উপহাসকারীরা উপহাস করার জন্য উপস্থিত
হবে; তারা নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে চলবে,
৪ এবং বলবে, তাঁর আগমনের ওয়াদা কোথায়?
কেননা সৃষ্টির আরম্ভ থেকে যেমন চলছে, ঠিক
তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর পর থেকে
একই রকমভাবে সমস্ত কিছু চলছে। ৫ বস্তুত
সেই লোকেরা ইচ্ছা করেই এই কথা ভুলে যায়
যে, বহু দিন আগেই আল্লাহ্‌র কালামের গুণে
আসমান সৃষ্টি হয়েছিল ছিল এবং পানি থেকে ও

৬:১৬।
[২:২০] মথি ১২:৪৫।
[২:২১] ইহি ১৮:২৪।
[২:২২] মেসাল ২৬:১১।
[৩:১] ১করি ১০:১৪।
[৩:২] লূক ১:৭০; প্রেরিত ৩:২১।
[৩:৩] ১তীম ৪:১; ২তীম ৩:১।
[৩:৪] ইশা ৫:১৯; ইহি ১২:২২; মথি ২৪:৪৮।
[৩:৫] পয়দা ১:৬,৯; ইব ১১:৩; জবুর ২৪:২।
[৩:৬] পয়দা ৭:২১,২২।
[৩:৭] মথি ১০:১৫।
[৩:৮] জবুর ৯০:৪।
[৩:৯] হাবা ২:৩; ১তীম ২:৪; প্রকা ২:২১।
[৩:১০] লূক ১২:৩৯; ইশা ৩৪:৪; ইব ১২:২৭; প্রকা ২১:১।
[৩:১২] ১করি ১:৭; জবুর ৫০:৩।
[৩:১৩] ইশা ৬৫:১৭; ৬৬:২২; প্রকা ২১:১।
[৩:১৪] ১থিষ ৩:১৩।

পানি দ্বারা এই দুনিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।
৬ তখনকার সেই দুনিয়া বন্যার পানিতে প্লাবিত
হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৭ আবার সেই
কালামের গুণে এই বর্তমান কালের আসমান ও
দুনিয়া আগুনে পুড়িয়ে দেবার জন্য রাখা হয়েছে,
ভক্তিহীন মানুষের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্ত
তা রক্ষা করা হচ্ছে।
৮ কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই একটি বিষয়
ভুলে যেও না, প্রভুর কাছে একদিন হাজার
বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের
সমান। ৯ প্রভু নিজের ওয়াদা পালনে বিলম্ব
করেন না, যেমন কেউ কেউ মনে করেন তিনি
বিলম্ব করেন– কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি
দীর্ঘসহিষ্ণু; কেউ যে বিনষ্ট হয়, তা তিনি চান
না, বরং তিনি চান যেন সকলে মন পরিবর্তন
পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ১০ কিন্তু প্রভুর দিন
চোরের মত আসবে; তখন আসমান হূহূ
আওয়াজ করে উড়ে যাবে এবং মূলবস্তুগুলো
পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে এবং দুনিয়া ও তার মধ্যে
যা কিছু আছে সমস্তই পুড়ে যাবে।
১১ এভাবে যখন এ সবই বিলীন হবে, তখন
তোমাদেরও পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে
কি রকম লোক হওয়া উচিত! ১২ আল্লাহ্‌র সেই
দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্খা করতে
করতে সেরকম হওয়া চাই, যে দিনে আসমান
আগুনে জ্বলে বিলীন হবে এবং মূলবস্তুগুলো পুড়ে
গলে যাবে। ১৩ কিন্তু তাঁর ওয়াদা অনুসারে
আমরা এমন নতুন আসমানের ও নতুন দুনিয়ার
অপেক্ষায় আছি, যার মধ্যে ধার্মিকতা বাস করে।
১৪ অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই
সকলের অপেক্ষা করছো, তখন যত্ন কর যেন
তাঁর কাছে তোমাদেরকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ

২:২০ পুনরায় ... পরাভূত হয়: এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকরা কোন এক সময়ে মসীহের নাজাত লাভ করেছিল এবং গুনাহ্‌র কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই নাজাতের পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং আবারও আরও গুরুতর গুনাহ্‌র জালে জড়িয়ে পড়ে।

৩:৪ তাঁর আগমনের ওয়াদা কোথায়?: দুনিয়ার শেষ দিনগুলোতে, অর্থাৎ মসীহের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে ভণ্ড শিক্ষক এবং নবীরা প্রভুর পুনরাগমনের ওয়াদা অস্বীকার করে এই কথা বলবে যে, মসীহ্ এই দুনিয়াতে আর ফিরে আসবেন না।

৩:৭ সেই কালামের গুণে: আল্লাহ্‌র যে কালাম জগতের অস্তিত্ব এনেছে এবং যা নূহের সময়কার মন্দ লোকদেরকে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেই একই কালাম বর্তমান দুনিয়ার গুনাহ্‌গার ও অধার্মিক লোকদেরকে ধ্বংস করবে।

৩:৮ একদিন হাজার বছরের সমান: মানুষ যেভাবে সময়কে দেখে আল্লাহ্ সেভাবে দেখেন না। আল্লাহ্ সময়কে অনন্তকালের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। মানুষ এক হাজার বছর ধরে যে কাজগুলো করে, আল্লাহ্ সেগুলো এক দিনে করতে সক্ষম। আবার যে কাজগুলো মানুষ এক দিনে করা যায় বলে মনে করে, সেগুলো আল্লাহ্ এক হাজার বছর ধরে করতে পারেন।

৩:৯ কেউ যে বিনষ্ট ... চান না: মসীহের পুনরাগমন সমগ্র পৃথিবীতে সুমসমাচার তবলিগ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ চান যেন প্রতিটি মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছায় এবং একটি প্রাণও যে বিনষ্ট না হয়।

৩:১০ প্রভুর দিন: যে দিন মণ্ডলীসমূহের মধ্য থেকে বিশ্বস্ত ঈমানদারদেরকে তুলে নেওয়ার জন্য এবং এই দুনিয়ার বিচার করার জন্য প্রভু ঈসা মসীহ্ এই দুনিয়াতে রাজত্ব করতে শুরু করবেন।

৩:১১ পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তি: যেহেতু মসীহ্ খুব শীঘ্র এই দুনিয়ার বিচার করতে যাচ্ছেন, সে কারণে আমাদের কর্তব্য দুনিয়ার মন্দ পথ থেকে সরে এসে খোদায়ী পবিত্রতা ও ধার্মিকতার প্রতি আমাদের সকল মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে স্থির রাখা।

৩:১২ আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্খা: ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত সেই দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা এবং মসীহের পুনরাগমন যেন কোনভাবেই বিলম্বিত না হয়, সে জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকা।

অবস্থায় শান্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। ১৫ আর
আমাদের প্রভুর ধৈর্যকে নাজাত পাবার সুযোগ
বলে মনে কর; যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও
তাঁকে দেওয়া জ্ঞান অনুসারে তোমাদের
লিখেছেন, ১৬ আর যেমন তাঁর সকল পত্রেও এই
বিষয়ের প্রসঙ্গ করে তিনি এই রকম কথা বলেন;
তার মধ্যে কোন কোন কথা বোঝা কষ্টকর;
অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত
কিতাবের কথা, তেমনি সেই কথাগুলোরও বিরূপ
অর্থ করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।
১৭ অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এসব আগে
জেনেছ বলে সাবধান থাক, যেন ধর্মহীনদের
ভ্রান্তিতে আকৃষ্ট হয়ে নিজের স্থিরতা থেকে
পদস্খলিত না হও; ১৮ কিন্তু আমাদের প্রভু ও
নাজাতদাতা ঈসা মসীহের রহমত ও জ্ঞানে বৃদ্ধি
লাভ কর। এখন ও অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর গৌরব
হোক। আমিন।

[৩:১৫] রোমীয় ২:৪; ইফি ৩:৩।

[৩:১৬] জবুর ৫৬:৫; ইয়ার ২৩:৩৬।
[৩:১৭] ১করি ১০:১২; প্রকা ২:৫।
[৩:১৮] রোমীয় ৩:২৪; ২পিতর ১:২; ১:১১; ২:২০; রোমীয় ১১:৩৬।

৩:১৬ কথা বোঝা কষ্টকর: বস্তুত পিতর বোঝাতে চেয়েছেন যে, পৌলের পত্রগুলোর ভাষা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অনেক সময় কঠিন ও অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়; ফলে তা ভুল ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা থাকে।

৩:১৮ জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ কর: পিতর আবার জ্ঞানের উপর জোর দিয়ে শেষ করছেন। সম্ভবত ভ্রান্ত শিক্ষদের এক প্রতিষেধক হিসেবে যারা তাদের রহস্যমূলক জ্ঞানে আত্মপ্রশংসা করেছিল। ঈসায়ীদের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে হবে। ঈসা মসীহ্ প্রভু ও নাজাতদাতা বলে এ উভয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে সমর্থ।

BACIB International Bible CHURCH